উপসর্গ

☞ সত্য কথা কি উপসর্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায়। ব্যাপারটা এমন নয় যে গত বছর এখান থেকে প্রশ্ন এসেছিল বলে এবারও আসবে না। কেউ যদি বলে গত বছর এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন এসেছে তাই পরের পরীক্ষায় আসবে না; এই চিন্তা পুরোই ভুল। এখান থেকে ভাল করতে হলে আগে প্রশ্নের ধরন বোঝতে হবে; তারপর পড়া শুরু করতে হবে।

☞ এখানে ৫ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে –

০১. নিচের কোনটি উপসর্গ বা উপসর্গ নয়?
অতি, অভি, অনু, অপু এই চারটির মধ্যে কোনটি উপসর্গ নয় বলতে পার? হ্যাঁ, 'অপ' উপসর্গ কিন্তু অপু কোন উপসর্গ নয়। অতএব সবগুলো উপসর্গ মুখস্থ করে মনে রাখতে হবে এবং খাতায় লিখে পড়বে যে এই এই গুলো উপসর্গ।

০২. কোনটি কোন ভাষার উপসর্গ বা কোন ভাষার উপসর্গ নয়?
বাংলা বা খাঁটি বাংলা, তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা, বিদেশির মধ্যে – আরবি, ফারসি, ইংরেজি, উর্দু-হিন্দি ইত্যাদি ভাষার উপসর্গ রয়েছে। প্রশ্ন টা তো বুঝতে পেরেছ hmm... ১নং প্রশ্নের মতো একইভাবে মনে রাখতে হবে, কোন কোন উপসর্গগুলো কোন কোন ভাষার। সহজ কথা কি জান! এই প্রশ্নগুলোর সাথে সাথে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো একবার চোখ বুলাবে।

০৩. নিচের কোনটি উপসর্গযুক্ত শব্দ?
আম এবং আকণ্ঠ এই দুইটি শব্দের প্রথমেই 'আ' আছে। মনে রাখবেন– অর্থ আছে এমন শব্দের আগেই উপসর্গ যুক্ত হয়। তাহলে আম শব্দের 'আ' বাদ দিলে 'ম' নিজে একটা শব্দ হয় না, কিন্তু 'আকণ্ঠ' শব্দের 'আ' বাদ দিলে 'কণ্ঠ' নিজে একটা শব্দ হয় এবং এর অর্থও আছে। তাহরে ব্যাপারটা clear হয়ে গেল। কি বলো .....?

০৪. শব্দে উপসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করে?
'অজানা' শব্দে 'অ' উপসর্গটি অভাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরূপভাবে ছকে যে উদাহরণগুলো আছে সে শব্দগুলোর উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত বা কী অর্থ প্রকাশ করেছে তা চিন্তা ছাড়া মুখস্থ করবেন। আর এই প্রশ্নটি ভয়ংকর, ভয়ংকর এবং ভয়ংকর মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি বুঝতে পেরেছন। এই topic থেকে আর কিছু না পার অন্তত এই প্রশ্নের উত্তরটি শিখে নিবে।

০৫. একটি শব্দে বা একটি বাক্যে কয়টি উপসর্গ আছে?
সমভিব্যাহার – শব্দে সম, অভি, বি এবং আ এই চারটি উপসর্গ রয়েছে। এই প্রশ্নের জন্য অধ্যায় এর শেষে – একাধিক উপসর্গ যুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত ছকটি এবং বাক্যে উপসর্গের প্রয়োগ অংশটি নিখুঁতভাবে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় থাকবে। তাহলে সমস্যা সমাধান হবে আশা করি। বেশি সমস্যা মনে হলে অবশ্যই ভাইয়াকে জানাবে।
সর্বোপরি যে কোন অধ্যায় পড়ার পূর্বে প্রথমে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকে প্রশ্নের ধরন বা কোন ধরনের প্রশ্ন আসে তা জেনে নিবে।

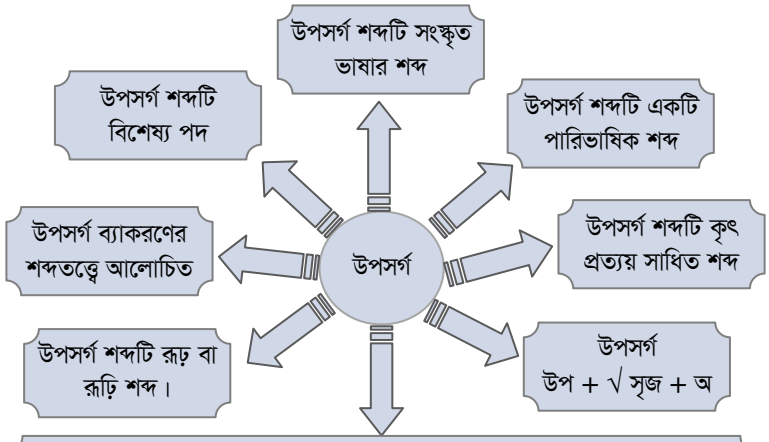

উপসর্গ শব্দের অর্থ:
ব্যবহারগত: উপসর্গ হলো অব্যয়পদ বা অব্যয়সূচক শব্দাংশ।
ব্যুৎপত্তিগত: উপসর্গ = উপ + সর্গ (আগের অধ্যায়) বা কোন রোগের লক্ষণ। অতএব, শব্দটি রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।

❑ **উপসর্গ:**

বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যা স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, এগুলো অন্য শব্দের আগে বসে। যে সব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন নতুন অর্থের সৃষ্টি করে, তাদের উপসর্গ বলে। যেমন -
'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' - যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

☞ ইংরেজি 'Prefix' শব্দকে বাংলায় বলে - উপসর্গ।

❑ **উপসর্গের বৈশিষ্ট্য:**

☞ উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে', অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই কিন্তু অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে।

☞ উপসর্গগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি শব্দাংশ বা শব্দখণ্ড। এদের নিজেদের কোনো অর্থ নেই বা পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। কেবল ধাতু বা শব্দের পূর্বে যুক্ত হলেই এরা শব্দ গঠন করে এবং অর্থের বৈচিত্র্য সাধন করে।

☞ উপসর্গ যখন শব্দ গঠন করে তখন গঠিত শব্দের মাধ্যমে মূল ধাতু বা শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, সংকোচন বা অর্থের পূর্ণতা সাধন করে।

☞ উপসর্গগুলোর সঙ্গে কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না বলে এদের রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য ব্যাকরণে উপসর্গকে অব্যয় বলেও গণ্য করা হয়।

☞ 'হার'- এর পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যোগে অনেকগুলো নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে।

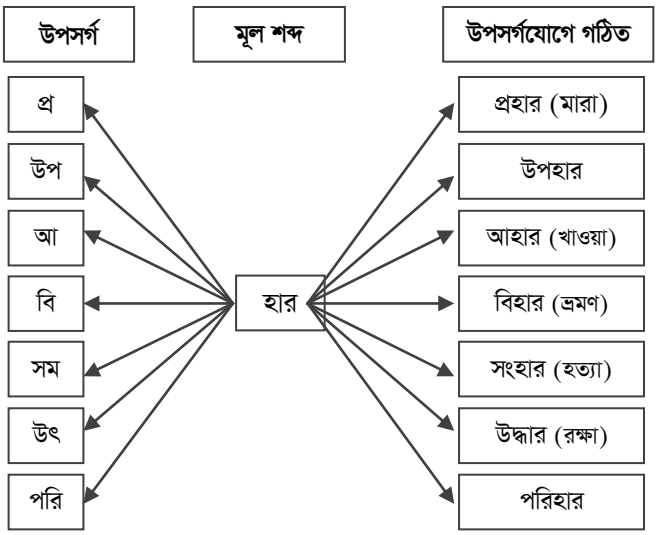

✓ **উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে পাঁচটি কাজ করে–**

১. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। যেমন - প্র + ভাত = প্রভাত
২. শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে। যেমন- পরি + ভ্রমণ = পরিভ্রমণ
৩. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়। যেমন - বি + দেশ = বিদেশ
৪. শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটায়। যেমন - অ + কাজ = অকাজ
৫. শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন - অনা + বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

☞ **উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য**

উপসর্গ	প্রত্যয়
১. উপসর্গ শব্দ বা ধাতুর আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।	১. প্রত্যয় ধাতু বা শব্দের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে।
২. উপসর্গ অন্য শব্দের পূর্বে বসে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।	২. প্রত্যয় ধাতু বা শব্দের পরে বসে শুধুমাত্র নতুন শব্দ তৈরিতে সাহায্য করে।
৩. যেসব অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসে অর্থের সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্তন ঘটায় তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: 'ফল' একটা শব্দ এর আগে শব্দটি আগে 'বি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'বিফল' শব্দটি গঠিত হয়েছে।	৩. যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি কোন শব্দ বা ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন - 'কৃ' ধাতুর সাথে 'তব্য' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'কর্তব্য' হয়েছে।
৪. উপসর্গ বিভক্তির মতো ব্যবহৃত হয় না।	৪. প্রত্যয়-সাধিত শব্দের সাথে কেবলমাত্র বিভক্তি যুক্ত হলেই তা বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে।
মনে রাখবেন: উপসর্গ এবং প্রত্যয়ের নিজেদের কোন অর্থ নাই।	

❑ **উপসর্গের প্রকারভেদ:**

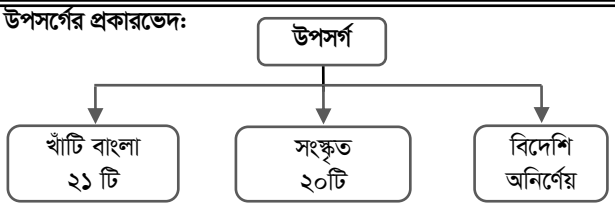

❑ **বাংলা উপসর্গ: ২১টি।** যেভাবে মনে রাখতে হবে:

অ	অঘা	অজ	অনা	→ 'অ' দিয়ে হয় ৪টি।
আ	আড়	আন	আব	→ 'আ' দিয়ে হয় ৪টি।
ইতি	ঊন (ঊনা)			→ 'ই / উ' দিয়ে হয় ২টি।
কদ	কু	নি		
পাতি	রাম	বি	ভর	
স	সা	সু	হা	

✓ **মনে রাখার সহজ উপায়:**

☞ *কদকুনি নামে একটা মেয়ে ছিল আর পাতিরাম নামে একটা ছেলে ছিল। একদিন তারা দুজন বিশেষ কোনো খেলায় বি-ভর ছিল। সে সময় পাতিরাম সসা (শশা) মনে করে সু (জুতা) খেয়ে ফেলল। এই অবস্থা দেখে কদকুনি হা (আশ্চর্য) হয়ে গেল।*

✓ **অন্যভাবেও মনে রাখা যায়:**

অজ পাড়াগাঁয়ের অচেনা অঘা রাম ভর দুপুরে সলাজপুরের কন্যা কদকুনিকে বিয়ে করে আড়ালে আবডালে পালিয়ে উনত্রিশ দিন অনাহারে কষ্টে আনমনা ছিলো। তাদের এই ইতিহাস পাতি রাম নামক এক ভদ্রলোক জানতে পেরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হা তোমাদের সুদিন আসবেই।

❑ **তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ: ২০টি।** যেভাবে মনে রাখতে হবে:

প্র	পরা	অপ	সম	→ ৪টি
নি	অনু	অব	নির	→ ৪টি
দুর	বি	অধি	সু	→ ৪টি
উৎ	পরি	প্রতি	অতি	→ ৪টি
অপি	অভি	উপ	আ	→ ৪টি
		মোট		২০টি

✓ **অন্যভাবেও মনে রাখা যায়:**

সুচরিত্রের অভি ও অপি অতি দূর থেকে তাদের প্রথম পরাজয়ের সম পরিমাণ অপমান, অবমাননা, অনুতাপ ও উৎপীড়ন নিবারণ করার জন্য নিরক্ষর উপনেতার অধিষ্ঠানে প্রতিদিন আগমন ও বিচরণ করত।

☞ বাংলা ও তৎসম উপসর্গে মিল আছে ৪টি।

আ সু বি নি

❑ **ফারসি:**

বর	বদ	কম	না	→ ৪টি
বে	ব	নিম	ফি	→ ৪টি
দর	কার			→ ২টি

☞ গল্পটি মনে রাখতে হবে-

প্রথমবার শ্বশুর বাড়ি কোনো মিষ্টি না নিয়ে যাওয়ায় সবাই বলা শুরু করল বর (জামাই) বদ কম না (অনেক খারাপ)। তখন বউ ছোট ভাই বেবকে বলল নিম ফি (মিষ্টি) দরকার।

❑ **আরবি:**

আম্	খাস	লা	বাজে	→ ৪টি
গর্	খয়ের			→ ২টি

☞ গল্পটি মনে রাখতে হবে-

গর্ খয়েরের বাজে আম খাস লা (না)।

❑ **ইংরেজি উপসর্গ:**

হেড সাব হাফ ফুল → ৪টি

☞ গল্পটি মনে রাখতে হবে-

হেড সাব হাফ ফুল (বোকা); অর্থাৎ হেডসাব অর্ধেক বোকা।

❑ **উর্দু- হিন্দি উপসর্গ:**

হর

বাংলা উপসর্গ

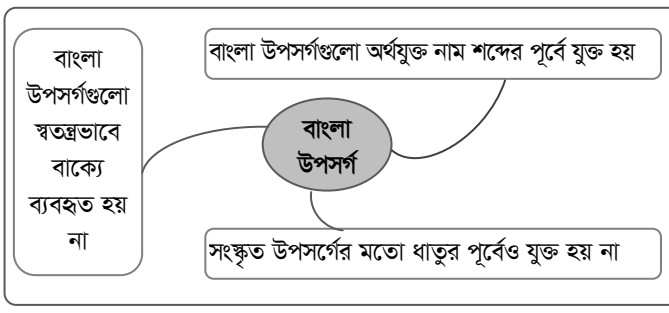

❑ **বাংলা উপসর্গ:**

অ	অঘা	অজ	অনা	আ	আড়
আন	আব	ইতি	ঊন (ঊনা)	কদ	কু
নি	পাতি	বি	ভর	রাম	স
সা	সু	হা			

☑ **বাংলা উপসর্গগুলো শব্দে যে অর্থ প্রকাশ করে:**

উপসর্গ		যে অর্থে ব্যবহৃত (অর্থদ্যোতকতা)	উদাহরণ		
০১	অ	নিন্দিত অর্থে	অকেজো অকাজ	অচেনা অকাট	অপয়া অগোছালো
		অভাব	অচিন অজানা	অজানা অখুশি	অথৈ অবাঙালি
		ক্রমাগত	অঝোর	অঝোরে	
		নিরর্থক	অঘর		
০২	অঘা	বোকা	অঘারাম	অঘাচণ্ডী	
০৩	অজ	নিতান্ত (মন্দার্থে)	অজ পাড়াগাঁ	অজমূর্খ	অজপুকুর
০৪	অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি	অনাদর	অনাদায়
		ছাড়া	অনাছিষ্টি (অনাসৃষ্টি-র কথ্য রূপ)		অনাচার
		অশুভ	অনামুখো		
০৫	আ	অভাব অর্থে	আকাঁড়া আচালা	আধোয়া আছাঁটা	আলুনি আঢাকা
		বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠা আকথা	আগাছা আকাম	আকাল আঘাটা
০৬	আড়	বক্র	আড়চোখ	আড়নয়নে	
		আধা, প্রায়	আড়ক্ষ্যাপা	আড়মোড়া	আড়পাগলা
		বিশিষ্ট	আড়কোলা *(পাখালিকোলা)* আড়গড়া *(আস্তাবল বা ঘোড়ার থাকার জায়গা)*		আড়কাঠি
০৭	আন	না	আনকোরা		
		বিক্ষিপ্ত	আনচান	আনমনা	
০৮	আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া	আবডাল	
০৯	ইতি	পুরনো	ইতিকথা	ইতিহাস	
১০	উনা(উ)	কম	উনপাঁজুরে *(দুর্বল)*		উনিশ
১১	কদ	নিন্দিত	কদবেল	কদর্য	কদাকার
১২	কু	কুৎসিত/ অপকর্ষ	কুঅভ্যাস কুসঙ্গ	কুকথা কুজন	কুনজর কুপথ্য
১৩	নি	নাই / নেতি	নিখুঁত নিভাঁজ	নিখোঁজ নিরেট	নিলাজ নিপাট
১৪	পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস পাতকুয়ো	পাতিশিয়াল পাতিকাক	পাতিলেবু
১৫	বি	ভিন্নতা / নাই বা নিন্দনীয়	বিভূঁই	বিফল	বিপথ
১৬	ভর	পূর্ণতা	ভরপেট ভরদুপুর	ভরসাঁঝ ভরসন্ধ্যে	ভরপুর
১৭	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামবোকা রামশিঙা	রামছাগল	রামদা
১৮	স	সঙ্গে	সলাজ	সরব	সঠিক
১৯	সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা	সাজোয়ান	
২০	সু	উত্তম	সুনজর সুনাম	সুখবর সুকাজ	সুদিন
২১	হা	অভাব	হাপিত্যেশ হাহুতাশ	হাভাতে হাকপাল	হাঘরে

উপসর্গ যুক্ত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

অকেজো = নিন্দিত কাজ করে যে।
অচিন = চিন বা চেনার অভাব।
অকাট = নিরেট মূর্খ।
অঝোর = ক্রমাগত ঝরতে থাকা।
অপয়া = অমঙ্গলকারী।
অঘর = অকুলীন বা হীন বংশ, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অযোগ্য বংশ।
অঘারাম = নির্বোধ, মূর্খ।
অঘাচণ্ডী= নির্বোধ, মূর্খ।
অজমূর্খ = একেবারে মূর্খ।
অজ পাড়াগাঁ = একেবারে পাড়াগাঁ।
অজপুকুর = সমস্ত পুকুর।
অনামুখো = যার মুখ দেখলেই অমঙ্গল হয়।
আলুনি = নুন বা লবণের অভাব

আচালা = চালুনি দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে চালা হয়নি এমন; অপরিষ্কৃত। চালা বা পরিষ্কারের অভাব।
আছাঁটা = ঢেঁকিতে বা কলে ছাঁটা বা ভাঙা হয়নি এমন (আছাঁটা চাল)।
আকাঠা = বাজে কাঠ।
আঘাট, আঘাটা = ব্যবহার করা হয় না বা ব্যবহার করা যায় না এমন ঘাট; যে ঘাট ঠিক ঘাট নয়।
আড়কাঠি, আড়কাটি = খনি, কারখানা বা সেনাবাহিনী প্রভৃতির জন্য মজুর সংগ্রহকারী, পথ প্রদর্শক, পাইলট।
আনকোরা = যা এখনো কোরা হয় নি; সম্পূর্ণ নতুন।
আবডাল = আড়াল বা গোপন বা অস্পষ্ট ডাল।
কদবেল = কদর্য যে বেল, তা-ই কদবেল।
ব্যাখ্যা:: বেল ফলের গাত্র মসৃণ, পাকলে তাতে রং ধরে, দেখতে সুন্দর। কিন্তু কদবেলের গা অমসৃণ খসখসে, পাকলে তার সৌন্দর্য বাড়ে না, বোঝাও যায় না পাকা না কাঁচা। অতএব 'কদর্য যে বেল' তা-ই কদবেল।
নিরেট = ফাঁপা নয় এমন, জমাট।
নিপাট = ভাঁজহীন।
পাতকুয়ো = পাত (পাতি - ছোট) + কুয়ো। ছোট কুয়ো বা গর্ত।
বিভূঁই = বি (ভিন্ন) ভূঁই (ভূমি); অর্থাৎ বিদেশ।
সাজিরা = উৎকৃষ্টমানের জিরা।
সাজোয়ান = অত্যন্ত বলবান যুবক।
হাভাতে = ভাতের অভাব।
হাপিত্যেশ = অতি লোভাতুর প্রত্যাশা; দীর্ঘ প্রত্যাশা; আপশোস, অনুশোচনা।

সংস্কৃত উপসর্গ

❑ **তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ:**

প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

উপসর্গ		যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ		
০১	প্র	প্রকৃষ্ট / সম্যক অর্থে	প্রভাব	প্রচলন	প্রস্ফুটিত
		উৎকর্ষ	প্রকৃষ্ট	প্রজ্ঞা	প্রভাত
		খ্যাতি	প্রসিদ্ধ	প্রতাপ	প্রভাব
		আধিক্য	প্রগাঢ়	প্রচার	প্রসার
		গতি / ক্রিয়া	প্রবেশ	প্রস্থান	প্রজনন
		ধারা-পরম্পরা বা অনুগামিতা	প্রপৌত্র প্রজন্ম	প্রশাখা	প্রশিষ্য
০২	পরা	আতিশয্য	পরাকাষ্ঠা	পরাক্রান্ত	পরায়ণ
		বিপরীত	পরাজয়	পরাভব	পরাহত
০৩	অপ	বিপরীত	অপমান অপবাদ	অপকার	অপচয়
		নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি অপযশ	অপকর্ম	অপসৃষ্টি
		স্থানান্তর	অপসারণ	অপহরণ	অপনোদন
		বিকৃত	অপমৃত্যু	অপব্যাখ্যা	অপভ্রংশ
০৪	সম্	সম্যক রূপে	সম্পূর্ণ সংগঠন	সমৃদ্ধ সংবাদ	সমাদর সংযম
		সম্মুখে	সমাগত	সম্মুখ	
০৫	নি	নিষেধ	নিবৃত্তি	নিবারণ	
		আতিশয্য	নিদাঘ	নিদারুণ	নিকষ
		অভাব	নিষ্কলুষ	নিষ্কাম	
০৬	অব	হীনতা	অবজ্ঞা	অবমাননা	অবহেলা
		সম্যক ভাবে	অবরোধ	অবগাহন	অবগত
		নিম্নে/ অধোমুখিতা	অবতরণ	অবরোহণ	অবলুণ্ঠন
		অল্পতা	অবশেষ	অবসান	অবেলা
০৭	অনু	পশ্চাৎ	অনুশোচনা অনুচর	অনুগামী অনুপাত	অনুজ অনুকরণ
		সাদৃশ্য	অনুবাদ	অনুরূপ	অনুকার
		পৌনঃপুন	অনুক্ষণ	অনুদিন	অনুশীলন
		সঙ্গে	অনুকূল	অনুকম্পা	
৮	নির	অভাব	নিরক্ষর নিরাশ্রয়	নির্জীব নির্ধন	নিরহঙ্কার নিরন্ন
		নিশ্চয়	নির্ধারণ	নির্ণয়	নির্ভর
		বাহির/বহির্মুখিতা	নির্গত	নিঃসরণ	নির্বাসন
০৯	দুর	মন্দ	দুর্ভাগ্য	দুর্দশা	দুর্নাম
		কষ্টসাধ্য	দুর্লভ	দুর্গম	দুরতিক্রম্য
১০	বি	বিশেষ রূপে	বিধৃত বিদগ্ধ	বিশুদ্ধ বিশুষ্ক	বিজ্ঞান বিচিত্র
		অভাব	বিনিদ্র বিবস্ত্র	বিবর্ণ বিদেহ	বিশৃঙ্খল বিতৃষ্ণা
		গতি	বিচরণ	বিক্ষেপ	
		অপ্রকৃতত্ব	বিকার	বিপর্যয়	

উপসর্গ যুক্ত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

সম্যক = উত্তমরূপে বা প্রকৃষ্ট (শুধু ভালো)।
আতিশয্য = সর্বোচ্চ মাত্রায় (ভালো বা মন্দ)।
প্রতাপ = প্রচণ্ড ক্ষমতা বা তেজ।
প্রগাঢ় = অতিশয় গভীর।
প্রপৌত্র = পুত্রের পুত্র (নাতি)।
প্রশাখা = শাখার শাখা।
প্রশিষ্য = শিষ্যের শিষ্য।
পরাকাষ্ঠা = চরম উৎকর্ষ।
পরাক্রান্ত = অত্যন্ত বলশীল বা বীরত্বপূর্ণ।
পরায়ণ = শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বা অবলম্বন, একনিষ্ঠ (কর্তব্যপরায়ণ)।
পরাভব = ভব (জয়) এর বিপরীত; পরাজয়।
পরাহত = পরাজিত; বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত (জীবনযাত্রায় পরাহত, সুদূরপরাহত)।
অপসংস্কৃতি = নিকৃষ্ট বা খারাপমানের সংস্কৃতি।
অপনোদন = অপসারণ বা দূরীকরণ।
অপভ্রংশ = মূল শব্দের বিকৃত বা অশুদ্ধ রূপ।
নিবৃত্তি = কোন কিছু করতে নিষেধ করা, বিরত থাকা।
নিবারণ = নিশ্চিতভাবে বারণ করা।
নিদাঘ = নি + √ দহ্ + অ; অনেক বেশি দহ বা গরম; গ্রীষ্মকাল; উত্তাপ (নিদাঘপীড়িত)।
নিদারুণ = অতিশয় দারুণ, অতি কঠোর বা ভীষণ।
নিকষ = কষ্টিপাথর।
অবগাহন = জলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে স্নান বা গোসল করা।
অবরোহণ = নীচে নামা, অবতরণ।
অবলুণ্ঠন = মাটিতে লুটিয়ে পড়া বা গড়াগড়ি দেওয়া।
অনুজ = পরে জন্ম হয়েছে এমন, কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
অনুচর = সহচর, সঙ্গী; পশ্চাৎে যে চলে।
অনুদিন = প্রতিদিন, দিনের পর দিন।
অনুশীলন = বারবার অভ্যাস বা চর্চা করা।
অনুকম্পা = সহানুভূতি; দয়া, অনুগ্রহ।
নিরন্ন = খাদ্যসংস্থানহীন, খাদ্যহীন (নিঃ + অন্ন (ভাত))
দুরতিক্রম্য = অতিক্রম করা বা পার হওয়া কষ্টসাধ্য এমন।
বিধৃত = বিশেষভাবে ধারণ করা হয়েছে এমন; পরিহিত।
বিদেহ = দেহহীন।
বিবস্ত্র = বস্ত্রহীন, উলঙ্গ।
বিশুষ্ক = অত্যন্ত শুষ্ক, একেবারে শুকনো।
বিক্ষেপ = চাঞ্চল্য, অস্থিরতা।
বিকার = স্বাভাবিক অবস্থার অন্যথা।

১১	সু	উত্তম	সুকণ্ঠ সুপ্রিয়	সুকৃতি সুনীল	সুচরিত্র সুজন
		সহজ	সুগম	সুসাধ্য	সুলভ
		আতিশয্য	সুচতুর সুনিপুণ	সুকঠিন সুতীক্ষ্ণ	সুধীর
১২	উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উদ্যম উদগ্রীব	উন্নতি উত্তোলন	উৎক্ষিপ্ত উদ্বাহু
		আতিশয্য	উচ্ছেদ উৎসুক	উত্তপ্ত উৎপীড়ন	উৎফুল্ল
		প্রস্তুতি বা বিকাশ	উৎপাদন	উচ্চারণ	উত্তীর্ণ
		অপকর্ষ	উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত	উৎকট উৎপাত	উৎকোচ উচ্ছন্ন
১৩	অধি	আধিপত্য	অধিকার	অধিপতি	অধিবাসী
		উপরি	অধিরোহণ	অধিষ্ঠান	অধিত্যকা
		ব্যাপ্তি	অধিকার	অধিবাস	অধিগত
১৪	পরি	বিশেষ রূপ	পরিপক্ব	পরিপূর্ণ	পরিবর্তন
		শেষ	পরিশেষ	পরিশোধ	পরিসমাপ্তি
		সম্যক রূপে	পরিশ্রান্ত	পরীক্ষা	পরিমাণ
		চতুর্দিক	পরিক্রমণ পরিবৃত	পরিমণ্ডল পরিবেশ	পরিপার্শ্ব পরিবার
১৫	প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি প্রতিকৃতি	প্রতিধ্বনি প্রতিনিধি	প্রতিচ্ছায়া প্রতিমা
		বিরোধ	প্রতিবাদ	প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রতিবিধান
		পৌনঃপুন্য	প্রতি দিন	প্রতি মাস	প্রতিগ্রাম
		অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত	প্রতিদান	প্রত্যুপকার
১৬	উপ	সামীপ্য	উপকূল	উপকণ্ঠ	উপনগর
		সদৃশ	উপদ্বীপ	উপবন	
		ক্ষুদ্র	উপগ্রহ	উপসাগর	উপনেতা
		মন্দ	উপদেবতা	উপজীবী	উপপতি
		বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা)		উপভোগ
১৭	অভি	সম্যক	অভিব্যক্তি	অভিজ্ঞ	অভিভূত
		উৎকর্ষ	অভিজাত	অভিরাম	
		গমন	অভিযান	অভিসার	অভিবাসন
		সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ	অভিবাদন	অভিনন্দন
১৮	অতি	আতিশয্য	অতিকায়	অত্যাচার	অতিশয়
		অতিক্রম	অতিমানব	অতিপ্রাকৃত	
		অধিক/ অতিরিক্ত	অতিবৃষ্টি	অতিভক্তি	অতিচালাক
		পার হওয়া	অতিক্রম	অতিক্রান্ত	
		স্বাভাবিকতার বাহিরে	অতিলৌকিক		
১৯	আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ	আমরণ	আসমুদ্র
		ঈষৎ	আরক্ত	আভাস	
		বিপরীত	আদান	আগমন	
২০	অপি	ব্যাকরণের সূত্র (সামীপ্য বা নিকটে অর্থে)	অপিনিহিতি *পরের ই কার বা উ কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই- কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।*		
		আরও	অপিচ *[অব্যয়পদ; অপি + চ]*		

উপসর্গ যুক্ত শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

অপকর্ষ = সবচেয়ে বাজে বা নিকৃষ্ট।
সুকৃতি = সৎকর্ম।
সুগম, সুগম্য = সহজে চলাফেরার উপযুক্ত সহজে প্রবেশসাধ্য।
সুলভ = সহজে পাওয়া যায় এমন।
সুধীর = অত্যন্ত ধীর গতি।
উদ্‌গ্রীব = অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র।
উদ্বাহু = ঊর্ধ্ববাহু, বাহু উঁচু করে রয়েছে এমন।
উৎকট = দুঃসহ, উগ্র বা বিশৃঙ্খলা।
উৎকোচ = ঘুষ, অবৈধ লেনদেন।
উদ্ধত = যার স্বভাবে বা আচরণে বিনয়ের অভাব রয়েছে, অবিনীত, ধৃষ্ট।
উচ্ছন্ন বা উত্সন্ন = বিনষ্ট, বিধ্বস্ত; অধঃপতিত।
অধিরোহণ, অধিরোহ = আরোহণ; উপরে ওঠা; চড়া।
অধিষ্ঠান = উপস্থিতি, স্থিতি, অবস্থান।
অধিত্যকা = পর্বতের সমতল উপরিভাগ।
অধিবাস = নিবাস, বাসস্থান, থাকবার জায়গা।
অধিগত = যা পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত; যা জানা হয়েছে।
পরিশ্রান্ত = পরিশ্রমের ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত।
পরিক্রমণ = প্রদক্ষিণ, চতুর্দিকে ঘোরা।
পরিবৃত = সম্যক পরিবেষ্টিত বা আবৃত (শত্রুসৈন্য পরিবৃত, শ্যালক-শ্যালিকা পরিবৃত হয়ে)।
উপদেবতা, উপদেব = অপ্রধান দেবতা।
অভিরাম = সুন্দর, মনোরম, মনোহর (নয়নাভিরাম)।
অভিসার = কোনো গুপ্ত উদ্দেশ্যে গোপন অভিযান।
অতিপ্রাকৃত = অনৈসর্গিক, অপার্থিব, অলৌকিক, supernatural।
অপিচ = আরও, অধিকন্তু, পক্ষান্তরে।

উপনয়ন একটি হিন্দু শাস্ত্রানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু বালকেরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে দীক্ষিত হয়। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে, উপনয়ন হিন্দু বালকদের শিক্ষারম্ভকালীন একটি অনুষ্ঠান। চিত্রে বালকের শরীরে পরিহিত সুতাটিই উপনয়ন বা পৈতা।